



ঈদে করণীয় ও বর্জনীয়

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল



ঈদে করণীয় ও বর্জনীয়

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল



ঈদে করণীয় ও বর্জনীয়
শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল

সুবুতখারা
SUBUT ONLINE-3

সুবুতক্ষণ
জুন ২৪, ২০১৭

স্বত্ব

দাওয়াহর কাজে SUBUT ONLINE কর্তৃক
প্রকাশিত সবকিছু হুবুহু ব্যবহারে কোনো
বিধিনিষেধ প্রযোজ্য নয় এবং অনুমতিরও
প্রয়োজন নেই।

SUBUT সুবুত
www.facebook.com/SubutOnline

সুবুতকহন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

রমাদান গিয়ে ঈদ আসলো বলে। এই ঈদের দিনে আমাদের করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলোকে সামনে রেখে এবার নিয়ে আসা হলো ‘The DO and DON'TS of the Eid’ এর বাংলা ‘ঈদে করণীয় ও বর্জনীয়’। ভাষান্তরে কোনো ভুল পেলে আমাদের তৎক্ষণাৎ জানাবেন; ইনশাআল্লাহ্ আমরা পরবর্তীতে আবারও এর বিশুদ্ধ সংস্করণ বের করবো। অনুরোধ, আপনাদের দুয়ায় সুবুতকে শরিক রাখবেন।

সম্পাদক, সুবুত

ঈদে করণীয় ও বর্জনীয়

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

ঈদুল আযহা উদযাপন ত্যাগের এক নিদর্শন। এটি একটি উৎসবের দিন। সুন্নাহ্ মতে, ঈদের সালাত আদায় করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ। বহু আলিম একে ওয়াজিব বলেছেন, আর তাই ইসলামে এই ছুটির দিনটির গুরুত্ব ব্যাপক। শরিয়াহ্ সম্মত ওজর ছাড়া এই দিনের জন্য নির্ধারিত বিশেষ আমলগুলো পরিত্যাগ করা গুনাহ। নিচে এগুলো দেয়া হলো—

১. রাসুলুল্লাহ্ ﷺ সবাইকে ঈদের সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি নিজে কখনও এই সালাত পরিত্যাগ করেননি।

২. যদি একই দিনে জুমুয়াহ্ ও ঈদ হয়, তবে জুমুয়াহ্ সালাতের ফরজিয়াত আর অবশিষ্ট থাকে না, যুহরের সালাতই যথেষ্ট। তাই আলিমদের মতে, ঈদের সালাত সুন্নাহ্ নয় কেননা সুন্নাহ্ কোনো ফরজ বা ওয়াজিবকে বাতিল করতে পারে না।

৩. রাসুলুল্লাহ্ ﷺ দাসী ও ঋতুবতী মহিলাদেরকেও ঈদগাহে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন।

অপরদিকে অন্যান্য কিছু আলিম দাবি করেন, ঈদের সালাত সুন্নাহ্। কারণ হিসেবে তাঁরা সেই বিখ্যাত হাদিসটি উল্লেখ করেন, যেখানে একজন সাহাবি রাসুলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন, ‘পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বাইরে কি আমাকে আরও কোনো সালাত আদায় করতে হবে?’ রাসুলুল্লাহ্ ﷺ উত্তর দিলেন, ‘না, যদি না তুমি নফল আদায় করতে চাও।’

আমরা যে মতই গ্রহণ করি না কেন, সালাতুল ঈদ এবং এই দিনের গুরুত্ব স্পষ্ট। যাইহোক, আমাদের এটি নিশ্চিত করা প্রয়োজন, আমরা যেন কোনো বিদয়াহ্, হারাম কিংবা এমন কোনো কাজে লিপ্ত না হয়ে পড়ি, যা বারাকাহ্ পূর্ণ রমাদান কিংবা জুলহিজ্জাহ্ মাসের পুরস্কার থেকে আমাদের বঞ্চিত করবে। ২৯ কিংবা ৩০ দিনব্যাপী চলমান রমাদানের পুরোটা সময় জুড়ে শয়তানকে শেকলবদ্ধ করে রাখা হয়। ঈদের আগের দিন মাগরিব শুরুর সাথে সাথে তাকে মুক্ত করে দেয়া হয়। আমাদেরকে ইবাদাত থেকে বিচ্যুত করে দিতে জুলহিজ্জাহ্ মাসের ৯ দিন পর্যন্তও শয়তান গুঁৎ পেতে থাকে। অতএব, শয়তানের এসব ওয়াসওয়াসার বিরুদ্ধে আমাদের প্রত্যেকের রুখে দাঁড়ানো অত্যাবশ্যিক। নিচে আমাদের করণীয় আমলসমূহ এবং সেই সাথে যেসব বিষয় পরিহার করা উচিত, সেগুলোর একটি তালিকা প্রদান করা হলো।

ঈদের দিনের করণীয় বিষয়সমূহ

১. ফজরের সালাতের পর ও ঈদুল ফিতরের সালাতের আগে খেজুর খাওয়া সুন্নাহ। এর তাৎপর্য হলো, রাসুলুল্লাহ ﷺ একমাস সাওম পালন করার পর খেজুর খাওয়ার মাধ্যমে সাওম থেকে বিরত থাকার নির্দেশ পালন করতেন। কিন্তু ঈদুল আযহার দিনটি এরচে আলাদা, ওই দিনে কুরবানির আগপর্যন্ত কিছু না খাওয়া সুন্নাহ।

২. গোসল করা এবং ঈদগাহে যাবার আগে সর্বোত্তম পোশাক পরা। রাসুলুল্লাহ ﷺ-র একটি বিশেষ পোশাক ছিল, যা পরে তিনি জুমুয়াহ ও দুই ঈদের সালাত আদায় করতে যেতেন।

৩. যানবাহনে না চড়ে পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়া (মসজিদের দূরত্ব যদি হাঁটা পথে অতিক্রম করা যায় এবং এতে কোনো ধরনের বোঝা বা কষ্টভোগ করতে না হয়)। আলি ﷺ বলেছেন, ‘ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া এবং যাবার আগে কিছু খাওয়া সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত।’^১

৪. যে পথে যাবে, ফেরার সময় ওই পথ থেকে ভিন্ন পথ অবলম্বন করা। কিছুসংখ্যক আলিমের মতে এর উদ্দেশ্য হলো, যেন বেশি লোকের সাথে সাক্ষাৎ করা সম্ভব হয় এবং তাদের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করা যায়।

৫. জোরে জোরে তাকবির বলা; কারণ তাকবির এদিনের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি। ঈদের দিন সকাল থেকে শুরু করে সালাতের আগমুহূর্ত পর্যন্ত তাকবির বলতে হবে। খুতবাহর সময় ইমাম তাকবির উচ্চারণ করলে উপস্থিত মুসল্লিদের ইমামের সাথে তাকবির বলতে হবে।

৬. রাসুলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবিদের ব্যবহৃত সর্বাধিক প্রচলিত তাকবির হলো—

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

৭. খুতবাহর আগে ঈদের সালাত আদায় করতে হবে, এটি সুন্নাহ। ঈদের খুতবাহ জুমুয়াহর মতো নয়, ঈদের খুতবা শোনা সুন্নাহ। এর মানে হচ্ছে, আপনি চাইলে সালাতের পর থাকতে পারেন কিংবা চলে যেতে পারেন।

৮. ঈদ মুসলমানদের উৎসবের দিন এবং পরিবার, বন্ধু-বান্ধব ও সমাজের সকলের সাথে মিলেমিশে এই দিনটি উদযাপন করা উচিত। রাসুলুল্লাহ ﷺ-র সময়কালে এর বেশকিছু নমুনা পাওয়া যায়, যার একটি হলো বিভিন্ন অনুপ্রেরণামূলক কবিতা ও গান। বর্ণিত আছে যে, ঈদের দিন কিছু বালিকা রাসুলুল্লাহ ﷺ-র বাড়িতে খুশিতে গান গাইছিল। আবু বকর ﷺ বাড়িতে প্রবেশ করলেন

^১ সুনানু তিরমিযি, হাদিস নং: ৫৩০

^২ মূল ইংরেজিটায় ‘সালাত’র পরিবর্তে Adhan শব্দটি বিদ্যমান। [সম্পাদক]

এবং এভাবে গান গাওয়াতে তাদের ভৎসনা করতে লাগলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘তাদেরকে ছেড়ে দাও হে আবুবকর, প্রত্যেক জাতির উৎসব আছে এবং এটি হলো আমাদের উৎসব।’

ঈদের আনন্দ উদযাপনের এমন আরেকটি ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। একবার কিছু হাবশি বালক আসন্ন ঈদের খুশিতে তাদের বর্শা নিয়ে খেলাধুলা করছিল। আইশা রাদিয়াল্লাহু আনহা উৎসুক হয়ে তাদের এসব কসরত দেখছিলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ আইশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কৌতূহল বুঝতে পেরে সেখানে থেমে গেলেন। তখন তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-র পেছনে কাঁধের ওপর মাথা রেখে খেলা দেখছিলেন এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ-র গাল তার গালে স্পর্শ করছিল। আইশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ক্লান্ত হওয়া অবধি রাসুলুল্লাহ ﷺ সেখানে অবস্থান করেছিলেন।

৯. খুতবাহ শেষে মুসলিমদের একে অপরকে শুভেচ্ছা জানানো উচিত। সাহাবি রাদিয়াল্লাহু আনহুম পরস্পরকে এই বলে অভিবাদন জানাতেন যে—

تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ

আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের থেকে কবুল করে নিন।

১০. কোনো ওজর না থাকলে ঈদের সালাত ঈদগাহে উন্মুক্ত ময়দানে আদায় করা সুন্নাহ।

রাসুলুল্লাহ ﷺ আজীবন ঈদগাহে ঈদের সালাত করেছেন।

১১. নারী, পুরুষ ও শিশু সকলেরই ঈদের জামায়াতে শরিক হবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। এমনকি সালাত আদায় করতে পারেন না এমন ঋতুবতী নারীদেরকেও মুসলিমদের এই উৎসবের মুহর্তে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। অবশ্য ঋতুবতী নারীরা সালাতে শরিক হতে পারবেন না, যেমনটা রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন।

১২. ঈদের সালাতে তাসবিহ পড়া সুন্নাহ। সালাতুল ঈদ শুরু হবে তাকবির অর্থাৎ ‘আল্লাহ আকবার’ বলার মাধ্যমে। ইমাম প্রতি রাকাতের শুরুতে কয়েকবার করে ‘আল্লাহ আকবার’ বলবেন। প্রতি রাকাতের কয়েকবার করে তাকবির বলতে হবে, এ নিয়ে আলিমসমাজে মতভেদ আছে। সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মত হলো, প্রথম রাকাতের সাতবার এবং দ্বিতীয় রাকাতের পাঁচবার তাকবির বলা। যেহেতু এটি একটি ইখতিলাফি বিষয়, তাই সবার উচিত এই বিশেষ দিনে কোনো ধরনের দ্বন্দ্ব ও বিরোধিতার মাঝে না গিয়ে ইমামের অনুসরণ করা। মুক্তাদির উচিত দুই তাকবিরের মাঝখানে ‘سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ’ পাঠ করতে থাকা।

ঈদের দিনের বর্জনীয় বিষয়সমূহ

১. ঈদের দিন সাওম রাখা হারাম।^৩

২. কিছু লোক মনে করেন যে, ঈদের আগের রাত ইবাদাত, সালাত ও কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অতিবাহিত করা সুন্নাহ। তারা নিচের হাদিসটিকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন—

‘যে ব্যক্তি ঈদের রাতে জাগ্রত অবস্থায় কাটাবে, তার অন্তর সেদিন জীবিত থাকবে, যেদিন (হাশরের দিন) সবার অন্তর মারা যাবে।’

এখানে জাগ্রত অবস্থা বলতে ইবাদাতরত অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে। হাদিসটি দুইজন রাবির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে— একজন রাবি দুর্বল এবং অপরজন অত্যাধিক দুর্বল। তবে কেউ যদি কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণে প্রতিদিনের অভ্যাসবশত রাত্রি জাগরণ করেন, সেটা অনুমোদিত। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ঈদের রাতকে কোনোভাবেই যেন ইবাদাতের বিশেষ রাতে পরিণত করা না হয়; কেননা এটা বিদয়াহ।

৩. মাহরাম ব্যতীত নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে বর্জন করা উচিত। এটি আসলে বছর জুড়েই করা উচিত, কিন্তু ঈদের দিনে এর প্রতি বিশেষ যত্নশীল হওয়া দরকার, কেননা এদিন উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করে।

৪. বাড়ির বাইরে বের হওয়ার সময় এবং জনসমাগমে থাকা অবস্থায় বোনদের উচিত তাদের সাজসজ্জা ও সুগন্ধি ব্যবহারের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা।

৫. সালাতুল ঈদের আগে কোনো সুন্নাহ সালাত নেই। কেউ যদি মসজিদে ঈদের সালাত আদায় করেন, তবে মসজিদে প্রবেশের কারণে তার দুই রাকাত তহিয়াতুল মাসজিদের সুন্নাহ সালাত আদায় করা উচিত। যদি উন্মুক্ত স্থানে ঈদের সালাত আদায় করা হয়; যেমন হল বা বলরুম, তাহলে দুই রাকাত তহিয়াতুল মাসজিদ আদায় করতে হবে না।

৬. সবার উচিত ইসলামের সীমারেখার মধ্যে থেকে ঈদ উদযাপন করা। যদিও ঈদের আনন্দ উপভোগ করা সুন্নাহ, তবু প্রত্যেকের উচিত এমনসব মজলিশ পরিহার করা যেখানে শয়তানি কাজকর্ম হয়ে থাকে, কিংবা বেশি রাত পর্যন্ত আনন্দ উদযাপনে লিপ্ত না থাকা, যার কারণে ফজরের সালাত আদায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

৭. ঈদের উৎসব এজন্য আনন্দময় না যে, এদিন আমরা রমাদান ও জুলহিজ্জাহর বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হতে পারি বরং এই জন্য যে, ইবাদাতের সুযোগ দিয়ে আমাদের রহম করা হয়েছে। পাশাপাশি আমরা এই আশা নিয়ে উৎসব পালন করি যে, আমাদের জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেয়া হবে এবং জান্নাত পুরস্কার দেয়া হবে। সবশেষে, ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের সালাত

^৩ দেখুন— সহিহ মুসলিম, হাদিস নং: ৮২৭

আদায়কারী ব্যক্তি এমন শিশুর মতো ঘরে ফেরেন যেন এইমাত্র তিনি মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম নেয়া নিষ্পাপ কোনো শিশু।

৮. মাহরাম ব্যতীত বিপরীত লিঙ্গের কারও সাথে মুসাফাহা বা হাত মেলানো হারাম।

৯. ঈদের দিনে বিশেষভাবে কবর জিয়ারত করা বিদয়াহ্। যদি কারও সারা বছর কবর জিয়ারতের অভ্যাস থেকে থাকে, তবে ঈদের দিনেও কবর জিয়ারতে কোনো ক্ষতি নেই; বরং সুন্নাহর ওপর আমল করার কারণে তিনি এর সাওয়াব পাবেন। কিন্তু শুধু এই দিনটিকে এজন্য নির্দিষ্ট করে নেয়া অনুচিত।

পরিশেষে, আপনাদের দুয়াতে আপনাদের নির্যাতিত ভাই-বোনদের কথা স্মরণ করতে ভুলবেন না, কেননা হতে পারে আপনি অনেক আনন্দপূর্ণ ঈদ উদযাপন করছেন কিন্তু সারাবিশ্ব জুড়ে এমন অসংখ্য মুসলিম রয়েছেন, যাঁরা নির্যাতিত, নিপীড়িত ও পরাধীন জীবনযাপন করছেন। আল্লাহ্ ﷻ বিশ্বজুড়ে মুসলিম ও মুজাহিদিনদের বিজয় দ্বারা মুসলিম ভূমিগুলোকে স্বাধীন করে এই ঈদকে যেন আমাদের মাঝে আবার ফিরিয়ে দেন।